

اذكار طرقي الفجر

সকাল-সন্ধ্যা পঠনীয় দোয়াসমূহ

মূল: মান্যবর আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায (র.)



সকাল-সন্ধ্যা পঠনীয় দোয়াসমূহ

[ফজর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং আসর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সন্ধ্যা। যদি সূর্য উঠা বা ডুবার পূর্বে পড়তে না পারে, তবে পরে পড়ে নিবে]

১. সূরা এখলাস, ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

[তিনিটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে সবকিছু থেকে নিরাপদে থাকবে] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৮২৯]

[আয়াতুল কুরসী সকাল-সন্ধ্যা একবার করে পড়লে জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে] [হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্ববারানী]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

২. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহলমুলকু ওয়ালাহল হামদ, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কুদীর।

“আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।” [দশবার পড়লে ইসমাইল عليه السلام]-এর বংশের চারজন দাস আজাদ করার নেকি হবে। আর দিনে একশবার পড়লে দশজন দাস আজাদের সওয়াব হবে, একশ নেকি লিখা হবে, একশ পাপ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে এর চেয়ে বেশি আমলকারী ছাড়া আর কেউ তারচেয়ে উত্তম হতে পারবে না ॥ [বুখারী ও মুসলিম]

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

৩. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহু।

“আল্লাহ পুত পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য।”

[যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশবার বলবে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে আর কেউ উত্তম কিছু নিয়ে হাজির হবে না। কিন্তু যদি কেউ অনুরূপ বা তার চেয়ে অধিক করে সে ব্যতীত।] [মুসলিম হা: ২৬৯২]

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

৪. বিস্মিল্লাহিল্লাযী লাহু ইয়াহুয়রু মা‘আস্মিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা ফিসসামাহি ওয়াহুয়াসু সামী‘উল ‘আলীম।

“আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সহিত পৃথিবী ও আকাশের কোন সৃষ্টি ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।” [সকাল-সন্ধ্যা যে তিনবার পড়বে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৬৯৮]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

৫. আ‘উযু বিকলিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকু।

“আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দসমূহের মাধ্যমে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

[যে সন্ধ্যায় তিনবার বলবে সে রাতে কোন বিষধর তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [মুসলিম হা: ২৭০৯]

رَحْمَتِكَ يَا اللَّهُ رَبَّائِ بِإِسْلَامٍ دِينِنَا وَبِحَمْدِكَ صَلَّى نَبِيَّا رَسُولًا.

৬. রযীতু বিল্লাহি রক্ষা, ওয়াবিল ইসলামি ধীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন
[🕌] নাবিয়্যার রসূলা।

“আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে ধীন ও মুহাম্মদ [🕌] কে নবী ও
রসূল হিসাবে সন্তুষ্টিচিহ্নে পছন্দ করলাম।”

[সকাল-সন্ধ্যা যে তিনবার করে পড়বে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে
সন্তুষ্টি করাবেন] [হাদীসটি হাসান, সহীহত তারগীব---হা: ৬৫৭]

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৭. হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু
ওয়াহওয়া রসূল ‘আরশিল ‘আযীম।

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,- তিনি ছাড়া আর কেউ সত্য ইলাহ
নেই। তাঁরই উপর ভরসা করি। তিনি আরশে আযীমের
প্রতিপালক।” [সকাল-সন্ধ্যা যে সাতবার পড়বে আল্লাহ তার দুনিয়া-
আখেরাতে যা প্রয়োজন যথেষ্ট করে দিবেন।] [হাদীসটি মাওকুফ
সহীহ, আবু দাউদ, জায়েদ আবু বকর (রহ:)-এর তাসহীহদু‘য়া:
পৃ: ৬৩৪]

**أَصْبَحْنَا (أَمْسَيْنَا) عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ،
وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.**

৮. আসবাহুনা [সন্ধ্যায় হলে বলবে: আমসায়না] ‘আলা ফিতুরতিল
ইসলাম, ওয়া ‘আলা কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া ‘আলা ধীনি
নাবিইয়্যিনা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্রাহীমা
হানীফাম্ মুসলিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন।

“আমরা সকাল করছি (সন্ধ্যায় হলে সন্ধ্যা করছি) ইসলামী ফিত্বরতের (ধীনের) উপর, ইখলাস তথা তাওহিদী কালেমার উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর ধীনের উপর ও আমাদের জাতীর পিতা ইবরাহীম [ﷺ]-এর মিল্লাতের উপর, যিনি একনিষ্ঠ ও প্রকৃত মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে’ হা: ৪৬৭৪]

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسَوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، (وفى المساء) يقول: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

৯. আসবাহুনা ওয়া আসবাহালমুলকু লিল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকালাহ, লাহলমুলকু ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুন্নি শাইয়িন কুনীর। রকিব আসআলুকা খইরা মা ফী হাযাল ইয়াওম, ওয়া খইরা মা বা’দাহ, ওয়া আ’উযুবিকা মিন শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওম, ওয়া শাররি মা বা’দাহ, রকিব আ’উযুবিকা মিনালকাসাল, ওয়াসূইল কিবার, রকিব আ’উযুবিকা মিন ‘আযাবি ফিন্নাার, ওয়া ‘আযাবি ফিলকুবর। [সন্ধ্যায় বলবে:] আমসাইনা ওয়া আমসালমুলকু ---- রকিব আসআলুকা খইরা মা ফী

হামিহিল লাইলাতি ওয়া খইরা মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি হামিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি হামিহিল লাইলাতি ওয়ামা বা'দাহা-----।

“আমরা এবং সারা পৃথিবী আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হলাম। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতামূলক। হে প্রতিপালক! আমি তোমার এই দিন ও তৎপরবর্তী সময়ের মঙ্গল কামনা করছি এবং এই দিন ও তৎপরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে প্রতিপালক! অলসতা ও বার্থক্যের মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার নিকট আমি পরিদ্রাণ চাচ্ছি। [সঙ্ক্যায় বলবে:] আমরা এবং সমস্ত পৃথিবী আল্লাহর জন্য সঙ্ক্যায় উপনীত হলাম---হে প্রতিপালক! আমি তোমার এই রাত ও তৎপরবর্তী সময়ের মঙ্গল কামনা করছি এবং এই রাত ও তৎপরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি-----।”

[মুসলিম হা: ২০৮৯]

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ
النُّشُورُ (وفى المساء يقول) : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ التَّصْيِيرُ.

১০. আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহানা, ওয়াবিকা আমসায়না, ওয়াবিকা নাহইয়া ওয়াবিকা নামুত, ওয়াইলাইকান্নুশূর। [সঙ্ক্যায় বলবে:]

আল্লাহ্‌র বিকা আমসায়না, ওয়াবিকা আসবাহুনা, ওয়াবিকা নাহুনা
ওয়াবিকা নামুত্, ওয়া ইলাইকালমাসীর।

“হে আল্লাহ্‌ আমরা তোমার হুকুমে সকালে উপনীত হলাম এবং
তোমার হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত
থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব। আর তোমার
সমীপেই আমরা পুনরুত্থিত হব। [সন্ধ্যায় বলবে:] হে আল্লাহ্‌! আমরা
তোমারই হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে
আমাদের সকাল হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি এবং
তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব। আর তোমারই দিকে
আমাদের প্রত্যাবর্তন।” [আদাবুল মুফরাদ, সনদ সহীহ হা: ১১৯৯]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (أَمْسَيْتُ)، أَشْهَدُكَ، وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَنَلَائِكَ
وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

১১. আল্লাহ্‌র ইল্লী আসবাহুত্ [সন্ধ্যায় বলবে: আমসাইত্] উশ্‌হিদুকা
ওয়া উশ্‌হিদু হামালাতা আরশিক, ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামী'য়া
খলকিক, বিআন্নাকা আন্তাল্লাহ্‌ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহদাকা
লা শারীকা লাক, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুকা ওয়ারসূলুক।
“হে প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি প্রভাত করেছি [অথবা সন্ধ্যা করেছি]
আমি তোমাকে, তোমার আরশ বহনকারীগণকে, তোমার
ফেরেশতাগণকে ও তোমার সকল সৃষ্টজীবকে সাক্ষী রাখছি যে, তুমিই
একমাত্র আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি একক
তোমার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ [ﷺ] তোমার বান্দা ও

রসূল।” [যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা চারবার করে পড়বে আল্লাহ্ তাহঁকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।] [সহীহ আবু দাউদ]

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ (أَمْسَى) مِنْ بِنِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَكَالْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

১২. আল্লাহুমা মা আসবাহা [সন্ধ্যায় বলবে: মা আমসা] নী মিন্ নি‘মাতিন্, আও বিআহাদিন্ মিন্ খলকিকা ফামিনকা ওয়াহুকিকা লা শারীকা লাক, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশ্ শুকর।

“হে আল্লাহ্! আমার সঙ্গে অথবা তোমার কোন এক মখলুকের সাথে যে কোন নেয়ামত প্রভাত করেছে [সন্ধ্যায় হলে-সন্ধ্যা করেছে] তা একমাত্র তোমারই নিকট হতেই। তোমার কোন শরীক নেই। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।” [যে ব্যক্তি সকালে পড়বে সে সেদিনের শুকরিয়া আদায় করবে এবং যে সন্ধ্যায় বলবে সে সে রাত্রির শুকরিয়া আদায় করবে।] [সহীহ আবু দাউদ]

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَعِيْثُكَ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ.

১৩. ইয়া হাইয়ু ইয়া কুইয়ুমু বিকা আস্তাঈস, আসলিহ লী শা‘নী, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী তুরফাতা ‘আয়ন্।

“হে চিরজীব! হে সবকিছুর ধারক! তোমার মাধ্যমে বিপদ মুক্তি কামনা করছি। অতএব, আমার অবস্থা ঠিক করে দাও। আর চোখের পলকমাত্র আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।” [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে’ হা: ৫৮২০]

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ
بَصَرِىْ، لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ.

১৪. আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী
সাম'য়ী, আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী বাসরী, লা ইলাহা ইল্লা আনত।
[তিনবার]

“হে আল্লাহ! আমাকে আমার শরীরে, কর্ণে ও চোখে নিরাপত্তা দান
কর, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।” [হাদীসটি হাসান, সহীহ
আবু দাউদ হা: ৪২৪৫]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا
اِلهَ اِلَّا اَنْتَ.

১৫. আল্লাহ্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকর, ওয়া
আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল কাবর, লা ইলাহা ইল্লা আনত।

[তিনবার] “হে আল্লাহ! কুফুরী ও অভাব হতে তোমার নিকট আশ্রয়
চাচ্ছি। আর কবরের আজাব থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।
তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।” [হাদীসটি হাসান, সহীহ আবু
দাউদ হা: ৪২৪৫]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتَرْعُوْرَايْ، وَآمِنْ
رَوْعَايْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ، وَعَنْ
شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

১৪. আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফীয়াতা ফিন্দুনইয়া ওয়াল
 আবিরাহ, আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল
 'আফীয়াতা ফী ধীনী ওয়া দুন্য়াইয়া ওয়া আহলী ওয়া মালী,
 আল্লাহ্মাসতুর 'আওরাতী ওয়া আমিন রাও'আতী,
 আল্লাহ্মাহফযনী মিমবাইনি ইয়াদইয়া ওয়া মিন খলফী, ওয়া 'আন
 ইয়ামীনী, ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ'উযু
 বি'আযামাতিকা 'আন উগতালা মিন তাহতী।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ইহকালে
 ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা এবং
 আমার ধীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে নিরাপত্তা
 চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষসমূহকে ঢেকে রাখ
 এবং ভয়-ভীতি হতে আমাকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ আমার
 অগ্র, পশ্চাৎ, ডান, বাম এবং ঊর্ধ্ব থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
 আর আমি ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে তোমার
 মহত্ত্বের অসিলায় পরিত্রান চাচ্ছি।" [হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু
 দাউদ হা: ৪২৩৯]

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ
 الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

১৫. আল্লাহ্মা ফাত্বিরাস্‌সামাওয়াতি ওয়ালআরয, 'আলিমালগাইবি
 ওয়াশ্‌শাহাদাহ, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়ামালীকাহ, আশ্‌হাদু আল্লা
 ইলাহা ইল্লা আনত, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফ্সী, ওয়াশাররিশ্

শায়ত্ব-নি ওয়াশিরকিহু, ওয়াআন আকতারিকা 'আলা নাফসী সুআন
আও আব্বুরকহু ইলা মুসলিম।

“হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! গোপন ও প্রকাশ্য
পরিজ্ঞাতা! সকল বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে নিজের
আত্মার অনিষ্ট, শায়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক হতে আশ্রয় চাচ্ছি।
আর নিজের আত্মার উপর কোন অন্যায় করা অথবা অপর মুসলিমের
প্রতি তা আরোপ করা থেকে পরিত্রান চাচ্ছি।” [হাদীসটি সহীহ,
সহীহুল জামে’ হা: ৭৮১৩]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلْمًا نَافِعًا، وَدِرْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

১৮. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুক ইলমান্ নাফি‘আ, ওয়ারিজক্‌ন
তুইয়িব্বা, ওয়া‘আমালান মুতাক্ব্বালা।

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক ও
মকবুল তথা গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।” [হাদীসটি সহীহ,
সুনানে ইবনে মাজাহ হা: ৯২৫]

**اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.**

১৯. আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনত্, খলাকতানী
ওয়াআনা আব্দুক, ওয়াআনা ‘আলা ‘আহদিক, ওয়া ওয়া‘দিকা
মাস্তা‘ত্‌ত্‌, আ‘উযু বিকা মিন্ শাররি যা সনা‘ত্‌, আবুউ লাকা

বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়াআবুউ লাকা বিয়ামবী, ফাগফির লী ফাইন্লাহ্ লা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইন্না আনত্ ।

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক । তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই । তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা । আমি সাধামতো তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকারের উপর কায়েম রয়েছেি । আমার কৃতকার্যের অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি । আমার উপর তোমার যে সম্পদসমূহ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি । আর আমার পাপসমূহকেও স্বীকার করছি । অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পাপ মাফ করতে পারে না ।" [যে ব্যক্তি একদিন সহকারে সকাল-সন্ধ্যা একবার করে পড়বে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।] [বুখারী হা: ৬৩২৩]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيُّدٌ مُّجِيدٌ.

২০. আল্লাহ্‌ম্মা স্বল্পি 'আলা মুম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা স্বল্পাইতা 'আলা ইব্রাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীম, ইন্না হামীদুম্মাজীদ ।

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রশংসা করুন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছ । নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও পৌরবাচিত ।"

[নবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা দশবার করে পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে]

[সহীহ্‌তারগীব ওয়াত্তারহীব: ১/২৭৩]

“ফরজ নামাযের পর পঠনীয় যিকর সমূহ”

(১) اَسْتَغْفِرُ اللهَ

১. আসতাগফিরুল্লাহ। (তিনবার)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি মুসলিম ১/৪১৪

(২) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

২. আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালা-মু, ওয়া মিনকাস্ সালা-মু, তাবারাক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমর নিকট হতেই শান্তির আগমন। তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময় (একবার)-মসলিম ১/৪১৪

(৩) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহেদাহ্ লা-শারীকালাহ্ লাহল্ মুলকু ওয়া লাহল্ হামদু ওয়াহুয়া আলা কুদ্দি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা, মানি-আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু-ত্বিআ লিমা মানা-তা, ওয়াল ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল্ জাদ্দু।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা প্রদান কর তাঁর বাধা দেওয়ার কেউ নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেওয়ার মতো কেউ নেই, তোমার গণ্য হতে কোন বিস্ত্রশালী বা পদমর্যাদা অধিকারীকে তাঁর ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (এক বার) [বুখারী ১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪]

(১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا آيَاتَهُ لَهُ الْيَقِينَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

৪. লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহদাহ্ লা-শারীকালাহ্, লাহ্লে মূলকু, ওয়ালাহ্লে হামদু ওয়াহ্য়া আলাকুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিলা-হি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়ালা না-বুদু ইল্লা ইয়্যা-হ্ লাহ্লে নি'মাতু ওয়া লাহ্লে ফাঈলু ওয়া লাহ্লে ছানা-উল-হাসানু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ মুখলিছীনা লাহ্লে দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাকিরুন।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোন পাপ কাজ ও রোগ-শোক, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। আর সং কাজ করার ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ্ ছাড়া। আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামত

সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমরা তাঁর দেওয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্যই একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাকেরদের নিকট তা অপ্রীতিকর- [মুসলিম ১/৪১৫]

(৫) سُبْحَانَ اللَّهِ

৫. সুবহান আল্লাহ্ (৩৩ বার)

অর্থ: আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

الْحَمْدُ لِلَّهِ

আলহামদুলিল্লাহ্, (৩৩ বার)

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ্র

اللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ্ আকবর (৩৩ বার)

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

[এবং নিম্নের দোয়াটি পড়ে ১০০ পূর্ণ করবে।]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহদাহ্ লা-শারীকালাহ্ লাহ্লে মূলকু ওয়া লাহ্লে হামদু ওয়াহয়া আলা কুদ্দি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [মুসলিম- ১/৪১৮]

(১) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ، وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

৬. আল্লাহ্‌লা-ইলাহা-ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুম, লা তা'খুয্‌হ সিনাত্‌ ও নোম্‌। লাহ্‌ মা'ফিস্‌ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরডি, মান যাক্বায়ী ইয়াশফাউ, ইনদাহ্‌ ইল্লা বিইযনিহী ইয়ালামু মা-বাইনা আইনীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়াল্লা ইয়ুহিতুনা বিশাইইম মিন্‌ ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়ানি-আ কুরসিয়্যুহ্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরডা, ওয়াল্লা ইয়াউদুহ্‌ হিফযুহুমা, ওয়াল্লা হুয়াল আলিয্যুল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আপে পিছের সব কিছু তিনি জানেন। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদব্যতীত তাহার জ্ঞানের কোন কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারেনা। তাহার আসন- আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। তাঁর এ দুটোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা মহান। [সূরা বাক্বারা- ২৫৫/নাসাঈ- ৩/৬৮]

তারপর সূরা "ইখলাস" সূরা "ফালাক" ও সূরা "নাস" পাঠ করবেন। [আবু দাউদ- ২/৮৬ নাসাঈ ৩/৬৮]

* মাপরিব ও ফজরের পর সূরা "ইখলাস" সূরা "ফালাক" ও সূরা "নাস" তিনবার করে পড়বেন। এটিই উত্তম।